আদিবাসী অধিকার ও সামাজিক আন্দোলন

“কর্মশালা”

আয়োজনেঃ কাকনহাট আদিবাসী ছাত্র সংগঠন।

কাকনহাট, গোদাগাড়ী, রাজশাহী, বাংলাদেশ।

২০ নভেম্বর/২০১৫, শুক্রবার, সময়ঃ সকাল ১০:০০-বিকাল ৪:০০ ঘটিকা পর্যন্ত।

ভূমিকাঃ বাংলাদেশের আদিবাসীদের অধিকার আদায়ের জন্য বিভিন্ন মুখি আন্দোলন ও কর্মশালার আয়োজন করে থাকে বাংলাদেশের আদিবাসী সংগঠন বা সংস্থাবর্গ। বাংলাদেশে প্রায় ৩০ লাখ আদিবাসীর বসবাস এর মধ্যে প্রায় ৪৫টির উর্ধ্বে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠী আছে। যেমন- সাঁওতাল, ওরাও, পাহাড়ী, ত্রিপুরা, তংচঙ্গা, তুরি, সিং, রাজবংশী, রাই, রাজুয়ার, রাখাইন, পাত্র, পাহান, পাংখু, মুশৌর, মুরিয়ার, মাহালী, মালো, মুন্ডা, মাহাতো, মুনিপুরি, ম্রু, মারমা, লুসাই, খন্দ, ক্ষত্রিয় বর্মন, কর্মকার, কোল, কোঁচ, খুমি, খিয়াং, হাজং, গুর্খ, গারো, ডালু, চাক, চাকমা, ভূমিজ, বাগদী, বেদিয়া, বানাই, বম, আসাম ইত্যাদ্দি। তাদের মধ্যে রাজশাহী, রংপুর, খুলনা সহ অন্যান্য জেলায় সাঁওতালদের বসবাস বেশী। আদিবাসীদের অধিকার আদায়ের জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিজস্ব যুব সংগঠন, ছাত্র সংগঠন, মহিলা সংগঠন, জাতি বৈচিত্র সংগঠন রয়েছে। উক্ত সংগঠন গুলোর একটাই দাবী বাংলাদেশে আদিবাসী স্বীকৃতি দিতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার আদিবাসীদেরকে আদিবাসী হিসাবে নয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী হিসাবে পরিচয় দান করেছেন। এই নিয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় লেখালেখি হলেও এখন পর্যন্ত বাংলার আদিবাসীদের আদিবাসী হিসাবে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য বিভিন্ন সমাবেশ, মানববন্ধন, র‍্যালি, কর্মশালার আয়োজন করে আসছে। ঠিক তেমনি ভাবেই রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার কাকনহাট এলাকার ছাত্র-ছাত্রীরা “আদিবাসী সম্প্রদায়ের অধিকার ও সামাজিক আন্দোলন” এর শিরোনামে গত ২০ নভেম্বর সকাল ১০:০০ থেকে বিকাল ৪:০০ পর্যন্ত একটি কর্মশালার আয়োজন করেন।

কর্মশালার অনুষ্ঠান সূচিঃ

সময়	কাজ সমূহ	উপকরণ	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
সকাল ১০:০০ ঘটিকায়	পরিচয় পর্ব উপস্থাপন	উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ	হিমেল হাঁসদা
সকাল ১০:১০ ঘটিকায়	স্বাগত বক্তব্য ও কর্মশালার উদ্দেশ্য।		মিখায়েল সরেন
সকাল ১১:০০ ঘটিকায়	ডঃ মাহাবুবু হাসান (কানাডা) ফোনালাপ	মোবাইল ফোন ও ল্যাপটপ	মিখায়েল সরেন
সকাল ১১:৪০ ঘটিকায়	গ্রুপ সেশন	পোষ্টার, মার্কার, ওয়াইট বোর্ড,	মিখায়েল সরেন ও উকিল মুর্মু
দুপুর ০১:৩০ ঘটিকায়	দুপুরের আহার		মিলন হাঁসদা ও হিরালাল সরেন
দুপুর ০২:৩০ ঘটিকায়	গ্রুপ সেশনের নোট উপস্থাপন করা	পোষ্টার, মার্কার, ওয়াইট বোর্ড,	উকিল মুর্মু
দুপুর ০৩:০০ ঘটিকায়	প্রশ্ন-উত্তর ও মুল্যায়ন		মিখায়েল সরেন
দুপুর ০৩:৩০ ঘটিকায়	বিদায়		সকলে

❒ পরিচয় পর্বঃ

সময়ঃ সকাল ১০:০০ ঘটিকা।

কর্মশালার শুরুতেই সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্য ২মিনিট নিরবতা ও প্রার্থনা করা হয়। কর্মশালার সঞ্চালক হিমেল হাঁসদা সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অংশগ্রহনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নেম প্লেট বিতরণ করে নাটকীয় ভাবে একে অপরের পরিচয় পর্ব করান। অতপর সকলের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সংগঠনের সাথে কত দিন থেকে জড়িত তাই বলতে বলেন। অংশগ্রহনকারী ছাত্র-ছাত্রীগণ উৎফুল্ল ভাবে নিজের পরিচয় ও সংগঠনের পরিচয় প্রদান করেন।

❒ স্বাগত বক্তব্য ও কর্মশালার উদ্দেশ্যঃ

সময়ঃ সকাল ১০:৩০ ঘটিকা।

“আদিবাসী সম্প্রদায়ের অধিকার ও সামাজিক আন্দোলন” শিরোনামে মিখায়েল সরেন সকলকে কর্মশালার অংশগ্রহন করার জন্য ধন্যবাদ দিয়ে মনোযোগ সহকারে কর্মশালার পরিচালনা করার উপদেশ দেন। তিনি কর্মশালার নিম্নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পাঠ করে সকলকে বুঝিয়ে দেন।

❒ কর্মশালার উদ্দেশ্যঃ

১. আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা, বাসস্থান, সাম্প্রায়িতকা ও অন্যান্য সরকারী সুযোগ বঞ্চিত ভাতা বা সেবা গুলো চিহ্নিত করা ও তার সমাধানের কৌশল তৈরী করা।
২. সকল ছাত্র-ছাত্রীদের সংগঠিত করা জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করা।
৩. আদিবাসী জনগণকে বৈষম্য ও শোষনের বিরুদ্ধে খাতা কলমে প্রতিবাদ করা।
৪. স্থানীয় সরকার, নেতৃবৃন্দ, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাথে সংযোগ স্থাপন করা ও সমস্যা সমাধানের কৌশল জানা।
৫. সচেতনতা, সংহতি ও সামাজিক মিডিয়ার জন্য কৌশল নির্ধারণ।

মিখায়েল সরেন প্রশ্ন উত্তর মাধ্যমে সকলকে বুঝানোর চেষ্টা করেন যে “আদিবাসীদের অধিকার আদায় শুধু ইট দিয়ে গাথা অট্টালিকার মধ্যে নয় বা রাজ পথে অথবা সরকারের দ্বারে দ্বারে নয়, বরং শুরু করতে হবে নিজের মন্যুষত্ব থেকে, নিজ নিজ সম্প্রদায় থেকে। গ্রাম পর্যায়ে প্রতিবাদ করতে হবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে। তারপর এক একটি ব্যানারে একত্র হয়ে আন্দোলনে লিপ্ত থাকতে হবে। আগে নিজেকে গড়তে হবে শিক্ষার মধ্য দিয়ে। অতপর সকলকে আমন্ত্রন জানান সাম্প্রদায়িক সামাজিক আন্দোলনে অংশগ্রহন করার জন্য।

❒ **ফোনালাপঃ**

সময়ঃ সকাল ১১:৩০ ঘটিকা

মিখায়েল সরেন মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কানাডা, অনটারিও, সেনটেনিয়াল কলেজ থেকে ডঃ মাহাবুব হাসান সরাসরি কর্মশালার অংশগ্রহকারীদের সাথে ফোন আলাপ করেন। ফোন আলাপে ডঃ মাহাবুব হাসান কর্মশালায় অংশগ্রহন করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি আরও বলেন- তিনিও বাংলাদেশের নাগরিক। ঢাকা থেকে ২০০০ সালে রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী থানার কাকনহাট এলাকার জয়কৃষ্ণপুর গ্রামে এসেছিলেন রিসার্চ কাজের জন্য। উক্ত গ্রামের লোকজনের সহযোগীতায় আজ সে কানাডায় চাকুরীরত আছেন। তিনি অংশগ্রহনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন "একদিন এই সংগঠন অনেক বড় হবে। অনেক সদস্যের যোগদান হবে। অনেকের সহযোগীতা পাওয়া যাবে। জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, থানা কর্মকর্তা ও দেশের বিভিন্ন গন্যমান্য লোকজন আসবে যাবে সহযোগীতা করবে। তোমাদের কাজের প্রসংসা করবে। তবে সবকিছুর মধ্যে রয়েছে লেখাপড়া। যে যা কিছুই করুক না কেন, লেখাপড়া চালিয়ে যেতে হবে। তিনি আরও বলেন লেখাপড়া ছাড়া কোন গতি নেই। লেখাপড়ার পাশাপাশি ছাত্র সংগঠন গুলো চালিয়ে যেতে হবে, যাতে করে নিজেদের অধিকার আদায় করার কৌশল ব্যবহার করা যায়"। ফোনালাপে তিনি আরও বলেন "ফেসবুক বা ইলেকট্রিক মিডিয়া ব্যবহার করে এক দেশ থেকে অন্যদেশের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব। তবে তার ব্যবহার জানতে হবে।" অংশগ্রহনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের অনেক প্রশ্নের উত্তরের মধ্য দিয়ে ফোন আলাপ শেষ হয়।

ভাল দিকঃ

১. কানাডার মতো একটি দেশ বাংলাদেশের আদিবাসীদের নিয়ে ভাবছে ও সহযোগীতা দিচ্ছে এতে অনেক খুশি হয়েছে অংশগ্রহনকারী ছাত্র-ছাত্রীরা।
২. ফোন আলাপের মধ্যে অংশগ্রহনকারী ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক উৎফুল্ল প্রকাশ করে।
৩. কানাডা থেকে এই প্রথম ফোন আলাপ শুনা হলো।
৪. কানাডার অনেক অজানা কথা জানা হলো।
৫. অনেক সুন্দর করে ডঃ মাহাবুর হাসান প্রশ্নের উত্তর প্রদান করলেন।

মন্দ দিকঃ

১. ফোন আলাপ না হয়ে যদি ভিডিও দেখা গেলে ভাল হত।
২. নেটওয়ার্ক সার্ভিস ভাল না থাকায় কথা মাঝে মাঝে আটকে যাচ্ছিল।
৩. ভিডিও কল করার জন্য দেশের নেটওয়ার্ক সার্ভিস স্বচল নয়।

❒ **গ্রুপ সেশনঃ**

সময়ঃ সকাল ১১:৪০ ঘটিকা

গ্রুপ সেশনটি পরিচালনা করেন উকিল মুমু। তিনি অংশগ্রহনকারী প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে ২টি গ্রুপে ভাগ করেন। প্রত্যেক গ্রুপকে একটি করে আর্ট পেপার দেন। গ্রুপে একজন গ্রুপ লিডারকে নির্বাচন করান এবং তার নের্তৃত্বে গ্রুপের আলোচনা গুলো উপস্থাপন করান। গ্রুপের আলোচনা গুলোকে উকিল মুর্মু নোট করে নেন এবং অংশগ্রহন ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে উমুক্ত সমালোচনা ও আলোচনা করান। গ্রুপ সেশনের ৫টি বিষয় ছিল-

(১) বর্তমান সময়ে আদিবাসীদের প্রধান সমস্যা সমূহ চিহ্নিত করা।
(২) আদিবাসী জনগণকে কিভাবে আরো সংগঠিত করা যায়।
(৩) বৈষম্য, দূর্নীতি, নির্যাতন ও ভূমি দখলের বিরুদ্ধে অহিংসা প্রতিবাদ।
(৪) স্থানীয় জনগণ (আদিবাসী নয়) নেতৃবৃন্দ, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন।
(৫) কিভাবে সামাজিক মিডিয়া ব্যবহার করা হবে।

(১) অংশগ্রহনকারী ছাত্র-ছাত্রী আদিবাসীদের প্রধান সমস্যাগুলো অন্ন/খাদ্য, বাসস্থান/ ভূমি, সরকারী প্রশাসন আস্থা, কর্মসংস্থান ও বিলুপ্ত সংস্কৃতির সমস্যার কথা উল্লেখ করে। রাজশাহী বরেন্দ্র ভূমিতে পানীয় জলের খুবই সমস্যা থাকায় চাষাবাদ দৈনন্দিন পানির ব্যবহার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এলাকার ৮০% জনগণ কৃষি উপর নির্ভর করে। যেখান থেকে লেখাপড়ার খরচ সহ সাংসারিক খরচ যোগান দেয়। অভাবের তুলনায় অনেক অর্থদানকারী সংস্থা ঋণ দেওয়ার নাম করে আর্থিক ব্যবসা সম্পাদন করছে। এছাড়াও কিছু কিছু ধর্ম ব্যবসায়ী গুলো এলাকার আদিবাসীদের কর্মসংস্থানের নাম করে খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত প্রদান করছে। অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা আদিবাসীদের বিভিন্ন প্রকার মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানী শিকার করাচ্ছে।

(২) আদিবাসী জনগণকে আধিকার আদায় করার জন্য ও উল্লেখিত সমস্যা সমাধানের জন্য সকল আদিবাসীকে একত্রিত হয়ে কাজ করে যেতে হবে। তার জন্য দরকার তৃণমুল থেকে সংঘবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়ানো এবং বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ছাত্র-ছাত্রীদের সাংগঠনিক উদ্বুদ্ধ করা। নতুন প্রজন্মের মধ্যে সাংগঠনিক ধারনা প্রদান করার জন্য প্রয়োজন শিক্ষা সেমিনার, ওয়ার্কসপ ও ছাত্র-ছাত্রী গেদারিং এর মাধ্যমে সকল নতুন প্রজন্মদের সাংগঠনিক মনোভাব গড়ে উঠবে। তাই এই কাকনহাট ছাত্র সংগঠন এগিয়ে যাচ্ছে গুটি গুটি পাঁয়ে। তবে সকল শিক্ষা সেমিনার, ওয়ার্কসপ ও ছাত্র সমাবেশের জন্য প্রয়োজন অর্থের এবং ছুটির দিন। যেখান থেকে পাঠ্যপুস্তকের সিলেবাস ছাড়া সামাজিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সাধারণ জ্ঞানের বিকাশ ঘটবে।

(৩) রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার আদিবাসী সম্প্রদায়ের অন্যতম একটি সমস্যা হলো স্বহিংসা। যেমন- একটি থানা বা উপজেলায় আদিবাসী সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি পারগানা থাকে, যিনি থানা বা উপজেলার আইনজীবির হিসাবে কাজ করে থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় গোদাগাড়ী থানায় স্বহিংসার জ্বালায় দুইটি থানা পারগানা আছে। নিজেদের মধ্যে এই ধরনের হিংসাক্তকভাব আদিবাসী সম্প্রদায়ের জন্য হুমকি স্বরূপ। এতে করে কিছু অন্য সম্প্রদায়ের লোকজন সুযোগের সৎব্যবহার করছে। অহিংসা প্রদান করার জন্য মানববন্ধন, র‍্যালি, জেলা ও উপজেলা বরাবরে স্মারকলীপি প্রদান করে বৈষম্য, দূর্নীতি, নির্যাতন, ভূমি

দখলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হচ্ছে। এছাড়াও ইলেকট্রিক মিডিয়া (ফেসবুক, ইমেইল, এফএম রেডিও) ইত্যাদির মাধ্যমে অংহিসা প্রতিবাদ জানানো সম্ভব হচ্ছে।

(৪) স্থানীয় সরকার, প্রশাসন, জন প্রতিনিধি, এনজিও প্রধান, সমাজ মন্ডল বা নেতা এর সাথে সম্পর্ক আছে। তবে অনেক সময় তারা আদিবাসী বলে অবহেলা করে থাকে। কারনে অকারনে হয়রানী আদিবাসীদের শিকার হতে হয়।

(৫) সামাজিক মিডিয়া হিসাবে ফেসবুক, সংবাদপত্র, স্থানীয় হোম নেটওয়ার্ক কেবল (ডিস লাইন), কমিউনিটি রেডিও, র‍্যালি, মানববন্ধন, জন সমাবেসের মাধ্যমে আদিবাসী সম্প্রদায়ের সামাজিক আন্দোলন ফোকাস পাবে।

❒ দুপুরের খাবারঃ

সময়ঃ সকাল ০১:৩০ ঘটিকা

কর্মশালার গ্রুপ সেশনের কাজ গুলো বড় থাকায় শেষ করা যায়নি, তাই দুপুরের খাবারের জন্য মিলন হাঁসদা ও হিরালাল সরেন এর নেতৃত্বে বিরতী প্রদান করা হয়। যথাসময়ে দুপুরে আহার শেষ করে আবার নিজ নিজ গ্রুপ সেশনে ফিরে এসে কাজ শুরু করা হয়।

❒ গ্রুপ সেশনের কাজ উপস্থাপন ও মুল্যায়নঃ

সময়ঃ সকাল ০২:৩০ ঘটিকা

কর্মশালার গ্রুপ সেশনের কাজ টিম লিডার অংশগ্রহকারীদের মাঝে উপস্থাপন করেন এবং পরে মিখায়েল সরেন তা বিশ্লেষন করে আলোচনার মাধ্যমে বুঝিয়ে দেন।

❒ কর্মশালার মুল্যায়নঃ

⇨ শিখন পদ্ধতি ভাল ছিল তবে বিষয়সমুহ গুলো বেশি থাকায় বিস্তারিত আলোচনা করা গেল না।

⇨ কর্মশালার বাজেট আরও বেশি থাকলে শিখন উপকরণ ও শিখন পদ্ধতি অনেক সুন্দর করা যেত।

⇨ অংশগ্রহনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া করার পাশাপাশি ইনকাম সোর্স তৈরী করতে পারলে ভাল হয়।

⇨ ঝরে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উন্নয়ন মুলক প্রশিক্ষনে সুযোগ প্রদান করলে ভাল হয়।

উপসংহারঃ আদিবাসী অধিকার ও সামাজিক আন্দোলন কর্মশালায় অংশগ্রহনকারীরা অনেক স্বাচ্ছন্দের সাথে কাজ গুলো সম্পাদন করেছে এবং সংগঠনের সাথে জড়িত থেকে সহযোগীতা করবে বলে আশ্বাস দেয়। কর্মশালার সমাপনী সভায় স্থানীয় এন.জি.ও আদিবাসী সমাজ উন্নয়ণ সংস্থা (আশ্বাস) এর নির্বাহী পরিচালক গনেশ মার্ডী উপস্থিত থেকে আয়োজনকে গুনানীত করেন এবং এ ধরনের কর্মশালা চালিয়ে যাওয়ার জন্য সার্বিক সহযোগীতা করবেন বলে আশ্বাস দেন। অবশেষে বিকাল ৪:০০ ঘটিকায় কর্মশালাটির সমাপ্তী ঘোষনা করা হয়।

অংশগ্রহনকারী ছাত্র-ছাত্রীর নাম ও ঠিকানা

ক্রমিক নং	অংশগ্রহনকারীর নাম	ঠিকানা/মোবাইল নম্বর	শিক্ষাগত যোগ্যতা	স্বাক্ষর
১.	মিখায়েল সরেন	জয়কৃষ্ণপুর, কাকনহাট, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	বিএসএস	
২.	হিমেল হাঁসদা	জয়কৃষ্ণপুর, কাকনহাট, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	বিএসএস	
৩.	জুলিতা সরেন	জয়কৃষ্ণপুর, কাকনহাট, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	এসএসসি	
৪.	হেনা সরেন	জয়কৃষ্ণপুর, কাকনহাট, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	এইচএসসি	
৫.	সখিনা কিস্কু	জয়কৃষ্ণপুর, কাকনহাট, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	এসএসসি	
৬.	শিমন সরেন	জয়কৃষ্ণপুর, কাকনহাট, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	এসএসসি	
৭.	কাজলী সরেন	পাঁচগাছিয়া, কাকনহাট, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	এইচএসসি	
৮.	জয়েন মুর্মু	পাঁচগাছিয়া, কাকনহাট, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	এইচএসসি	
৯.	স্বর্নেল হাঁসদা	পাঁচগাছিয়া, কাকনহাট, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	এসএসসি	
১০.	ডেভিট মুর্মু	পাঁচগাছিয়া, কাকনহাট, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	এইচএসসি	
১১.	শ্যামল মার্ডী	পাঁচগাছিয়া, কাকনহাট, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	এইচএসসি	
১২.	ললিতা সরেন	পাঁচগাছিয়া, কাকনহাট, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	বিএ	
১৩.	সিমা হাঁসদা	সুন্দরপুর, কাকনহাট, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	এসএসসি	
১৪.	নমিতা টুডু	সুন্দরপুর, কাকনহাট, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	এসএসসি	
১৫.	লুইশ হাঁসদা	সুন্দরপুর, কাকনহাট, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	এসএসসি	
১৬.	পৌল সরেন	সুন্দরপুর, কাকনহাট, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	এইচএসসি	
১৭.	মিলন হাঁসদা	বারহাটি, কাকনহাট, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	বিবিএস	
১৮.	শুকতারা হাঁসদা	বারহাটি, কাকনহাট, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	এসএসসি	
১৯.	মৌসুমী সরেন	বারহাটি, কাকনহাট, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	এসএসসি	
২০.	সুমি হাঁসদা	বারহাটি, কাকনহাট, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	এসএসসি	
২১.	সেলিনা হাঁসদা	বারহাটি, কাকনহাট, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	বি.এ	
২২.	হিরালাল সরেন	বারহাটি, কাকনহাট, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	এইচএসসি	
২৩.	উকিল মুর্মু	অজুর্ণপাড়া, ললিতনগর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।	বিএসএস	